HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ০১ নাগরিকতার অর্থ ও সংজ্ঞা

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: নাগরিকতার অর্থ ও সংজ্ঞা
টপিক ০২: অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ
টপিক ০৩: অধিকারের শ্রেণিবিভাগ
টপিক ০৪: অধিকারের রক্ষাকবচ
টপিক ০৫: বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
টপিক ০৬: বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা
টপিক ০৭: নাগরিকরে কর্তব্যঃ ধারণা ও গুরুত্ব
টপিক ০৮: কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ
টপিক ০৯: নাগরিকের কর্তব্যসমূহ
টপিক ১০: অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক
টপিক ১১: মানবাধিকার

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার এর সম্পর্ক
টপিক ১৩: মানবাধিকারসমূহ
টপিক ১৪: মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসন
টপিক ১৫: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: নাগরিকতার অর্থ ও সংজ্ঞা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নাগরিকতার অর্থ ও সংজ্ঞা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবণতা। সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকে তাকেই 'নাগরিকতা' (Citizenship) বলে। পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। পৌরনীতি নাগরিক হিসেবে মানুষের কার্যাবলি পর্যালোচনা করে থাকে। সুতরাং পৌরনীতি ও সুশাসনে নাগরিকতা বিষয়ক আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে নাগরিকদের অধিকার, কর্তব্য এবং মানবাধিকার নিয়ে পৌরনীতিতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

অধ্যাপক লাস্কি (Prof. Laski)-এর মতে, 'সর্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির লব্ধ বিচারবুদ্ধির প্রয়োগই নাগরিকতা'(Citizenship is the Contribution of one's instructed Judgement to Public good.) ।

কেলসন (Kelson) বলেন, 'নাগরিকতা হচ্ছে রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোন ব্যক্তির স্ট্যাটাস বা অবস্থান বা পদমর্যাদা' (Citizenship is the status of an individual who legally belongs to a certain state) ।

সুতরাং নাগরিকতা হচ্ছে ব্যক্তির অর্জিত গুণ ও মর্যাদা। নাগরিকতা হলো ব্যক্তির রাজনৈতিক অবস্থান, পদমর্যাদা বা স্ট্যাটাস। একটি সভ্য রাজনৈতিক সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যে মর্যাদা উপভোগ করে তাই নাগরিকতা। এই অর্জিত গুণাবলি, সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তিতে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে যে পরিচিতি অর্জন করে তাকেই 'নাগরিক' বলে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ০২ অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ

টপিক ০২: অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ

পৌরনীতি ও সুশাসনে 'অধিকার' বলতে বোঝায় সমাজের সকলের জন্য কল্যাণকর কতগুলো সুযোগ-সুবিধা। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। অধিকার ব্যতীত ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। সুতরাং সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তি যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাই অধিকার। সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষের পারস্পরিক স্বীকৃত দাবিই অধিকার। সমাজেই অধিকারের জন্ম এবং সমাজই এর রক্ষক। এজন্যই অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন যে, "অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। অধিকার সমাজভিত্তিক।"

এল.টি. হবহাউস (L.T. Hobhouse)-এর মতে, "প্রকৃত অধিকার বলতে সামাজিক কল্যাণের জন্য কতগুলো শর্তকে বোঝায়" (Genuine rights are conditions of social welfare) ।

অধ্যাপক হল্যান্ড (Prof. Holland)-এর মতে, 'এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাজকর্মকে সমাজের মতামত ও শক্তি দ্বারা প্রভাবিত করার ক্ষমতাই হলো অধিকার' (Rights are one man's capacity of influencing the acts of another by means of the opinion and force of the society) ।

অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ

অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কার (Prof. Earnest Barker)-এর মতে, "অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেই সকল প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা যা' রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত" (Rights are those necessary
conditions of the greatest possible development of the capacities of all individuals, which are secured and guaranteed by the State) I

অধ্যাপক লাস্কি (Prof. Laski) বলেন, "অধিকার হচ্ছে সমাজজীবনের সে সকল শর্তাবলি যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না" (Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best.) ।

টি. এইচ. গ্রিন (T.H. Green) বলেন, "অধিকার হচ্ছে সেসব বাহ্যিক অবস্থা যা মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে থাকে" (Rights are the outer conditions essential for man's inner development.) ।

অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ

বোসাঙ্কোয়েত (Bosanquet)-এর মতে, "অধিকার হলো এমন দাবি যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক প্রযুক্ত" (A right is a claim recognised by society and enforced by the state.) I

সুতরাং অধিকার হচ্ছে এমন কতগুলো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা যা সকলের জন্য আবশ্যক। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। অধিকার ছাড়া মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না। অধ্যাপক লাস্কি এ জন্যই বলেছেন যে, "প্রত্যেক রাষ্ট্রই পরিচিত হয় তার প্রদত্ত অধিকার দ্বারা" (Every state is known by the rights it maintains) ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ০৩ অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

টপিক ০৩: অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

অধিকারকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) নৈতিক অধিকার ও (২) আইনগত অধিকার।

১। নৈতিক অধিকার (Moral Rights) : নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সে সব অধিকারকে বুঝি যা নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। সমাজের নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে নৈতিক অধিকারের উদ্ভব। যেমন- দরিদ্রের সাহায্য পাবার অধিকার, পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন ও তাদের ভরণপোষণের অধিকার ইত্যাদি। নৈতিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত নয়। এ অধিকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। Dictionary of Social Science গ্রন্থে বলা হয়েছে, "নৈতিক অধিকার মানুষের নৈতিক অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল এবং এগুলো কোনো বৈধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুরক্ষিত নয়।" (Moral rights which are dependent on the ethical feelings of man and they are not guaranteed by any legal authority.) তবে নৈতিক অধিকারের পিছনে সমাজের সমর্থন রয়েছে। কোনো ব্যক্তি এ অধিকার ভঙ্গ করলে সমাজে তার তীব্র সমালোচনা হতে পারে। সার্থক ও সুন্দর সামাজিক জীবনের জন্য নৈতিক অধিকার অত্যাবশ্যক।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

২। আইনগত অধিকার (Legal Rights): আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সে সব অধিকারকে বোঝায় যা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। আইনগত অধিকারের পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব। আইনগত অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া যায়। জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চাকরির অধিকার ইত্যাদি আইনগত অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। আইনগত অধিকারের উৎস হচ্ছে রাষ্ট্র।

আইনগত অধিকারকে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- (ক) সামাজিক অধিকার (Civil Rights), (খ) অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights), (গ) রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) ও (ঘ) সাংস্কৃতিক অধিকার (Cultural Rights), ধর্মীয় অধিকার (Religions Rights) ও ব্যক্তিক অধিকার (Personal Rights) ।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

নিম্নে বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(ক) সামাজিক অধিকার (Civil Rights) : যে সকল অধিকার নাগরিকের সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য তাকেই সামাজিক অধিকার বলে। সভ্য জীবনযাপনের জন্য সামাজিক অধিকার অপরিহার্য। কেননা সামাজিক অধিকার সমাজজীবনকে বিকশিত করে। সামাজিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :

১. জীবনের অধিকার (Right to life): জীবনের অধিকার বা আত্মরক্ষার অধিকার নাগরিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং প্রয়োজনে বাইরেও রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনের বা আত্মরক্ষার নিরাপত্তা বিধান করবে।

২. ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার (Right to liberty): ব্যক্তি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রে বসবাস করবে। কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক বা শাস্তিদান করা যাবে না।

৩. চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার (Right to thought and speech): প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার, মতামত প্রকাশ করার এবং আইন ও সংবিধান মেনে গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার ব্যক্তির রয়েছে।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

৪. সভা-সমিতির অধিকার (Right to association and Meeting): প্রত্যেক নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে, রাষ্ট্র কর্তৃক বেআইনী ঘোষিত বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি এমন অনুষ্ঠানে বা সভা-সমাবেশে সমবেত হবার, সভা-সমিতি করে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে।

৫. চলাফেরার অধিকার (Right to movement): রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ এলাকা ব্যতীত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে।

৬. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom to Press): রাষ্ট্র অনুমোদিত সকল সংবাদপত্রের স্বাধীন, নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ খবর প্রকাশ করার অধিকার থাকতে হবে।

৭. চুক্তি সম্পাদনের অধিকার (Right to contract): যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা আইনানুগ পদ্ধতিতে অপর কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

৮. আইনের চোখে সমানাধিকার (Right to equality before the eye of law): জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল মানুষের আইনের চোখে সমানাধিকার থাকতে হবে।

৯. সম্পত্তির অধিকার (Right to Property): প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ভোগ দখল, বিক্রী ও হস্তান্তর করার অধিকার থাকবে। রাষ্ট্র সম্পত্তি ভোগের নিরাপত্তা বিধান করবে।

১০. ধর্মের অধিকার (Right to Religion): প্রত্যেক নাগরিক নিজের পছন্দ ও বিশ্বাস অনুযায়ী যে কোনো ধর্ম গ্রহণ, পালন ও তা' প্রচার করতে পারবে।

১১. পরিবার গঠনের অধিকার (Right to organise family): পরিবার মানুষের আদি প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক নাগরিকের ইচ্ছেমত বিয়ে করার মাধ্যমে পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার লাভের অধিকার (Right to economic and social justice): অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুবিচার পাওয়ার অধিকার সকল নাগরিকের রয়েছে।

১৩. শিক্ষার অধিকার (Right to education): প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র শিক্ষার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত রাখবে এবং শিক্ষা বিস্তারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৪. নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার: প্রত্যেক নাগরিকের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও চর্চার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র তা' সংরক্ষণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫. খ্যাতি বা সম্মান লাভের অধিকার (Right to fame) : সকল নাগরিকের তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ খেতাব, সম্মান ও পুরস্কার পাবার অধিকার থাকবে।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

(খ) অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights): যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে তাকেই 'অর্থনৈতিক অধিকার' বলে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. কর্মের অধিকার (Right to work): যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া এবং তা' করার ক্ষমতাকে কর্মের অধিকার বলে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং কর্মসম্পাদনের উপযোগী পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

২. ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার (Right to reasonable wages): ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের স্বীকৃত অধিকার। ন্যায্য মজুরি প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত না করা হলে কর্মের অধিকার গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে।

৩. বিশ্রাম বা অবকাশ লাভের অধিকার (Right to Rest): বিশ্রাম বা অবকাশ লাভের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার। কাজের মাঝে বিরতি, বিশ্রাম, অবকাশ যাপনের সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। এছাড়াও রাষ্ট্রের উচিত কাজের সময়সীমা ও শ্রমঘণ্টা নির্ধারণ করে দেওয়া।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

৪. শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়ন করার অধিকার (Right to form trade union): আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে কর্মরত ব্যক্তি বা শ্রমিকের সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন বা তার সভ্য হবার অধিকার একটি স্বীকৃত অধিকার।

৫. বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (Right to economic security in old and incapable condition) : বৃদ্ধ ও কাজকর্ম করতে অক্ষম ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের নিকট থেকে আর্থিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিরা এ অধিকার ভোগ করে।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

(গ) রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights): নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকে তাকেই রাজনৈতিক অধিকার বলে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। রাজনৈতিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :

১. স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার (Right to residence): আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে যে কোনো নাগরিকের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার রয়েছে।

২. নির্বাচনের অধিকার (Right to election): জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভোট দেবার, নির্বাচনে প্রার্থী হবার অধিকার রয়েছে।

৩. আবেদন করার অধিকার (Right to Petition): যেকোনো নাগরিকের অভাব-অভিযোগ, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি লিখিত আকারে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট জানানোর অধিকার রয়েছে।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

৪. সরকারি চাকরি লাভের অধিকার (Right to hold Public Office): জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের সরকারি চাকরি লাভের অধিকার থাকবে।

৫. বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার (Right to Protection in abroad) : একজন নাগরিক বিদেশে যে রাষ্ট্রেই বসবাস বা অবস্থান করুক না কেন, সেখানে কোনো সমস্যায় পড়লে তার নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য এবং নিরাপত্তার সুবিধা লাভের অধিকার থাকবে।

৬. সরকারের সমালোচনা করার অধিকার (Right to criticise Goverment): একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের বা গণবিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করার।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

(ঘ) সাংস্কৃতিক অধিকার (Cultural Rights) : সংস্কৃতি হচ্ছে নাগরিকের আত্মপরিচয়ের বাহন। সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নাগরিক তার ইচ্ছা ও অভিব্যক্তিকে অপরের নিকট প্রকাশ করে। নাগরিকের ব্যক্তিসত্তা ও জাতীয় সত্তাকে তুলে ধরতে হলে প্রত্যেক নাগরিকের সংস্কৃতি চর্চার অধিকার থাকা উচিত।

(ঙ) ধর্মীয় অধিকার (Religious Rights): ধর্মীয় অধিকার বলতে প্রত্যেক নাগরিকের ইচ্ছামত ধর্মমত গ্রহণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ও ধর্মীয় মতামত প্রকাশ সংক্রান্ত অধিকার বোঝায়। নাগরিকের ধর্মীয় অধিকারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বরং কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেন কারো ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ বা আঘাত করতে না পারে তা দেখা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(চ) ব্যক্তিক অধিকার (Personal Rights): ব্যক্তিক অধিকার বলতে প্রত্যেক নাগরিকের একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সুযোগ-সুবিধাকে বোঝায়। ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, চলাফেরার অধিকার, পরিবার সংগঠনের অধিকার, খ্যাতি লাভের অধিকার ইত্যাদি হচ্ছে ব্যক্তিক অধিকার। ব্যক্তিক অধিকার ব্যতীত কোনো নাগরিক তার নিজ সত্তাকে বিকশিত করতে পারে না।

অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

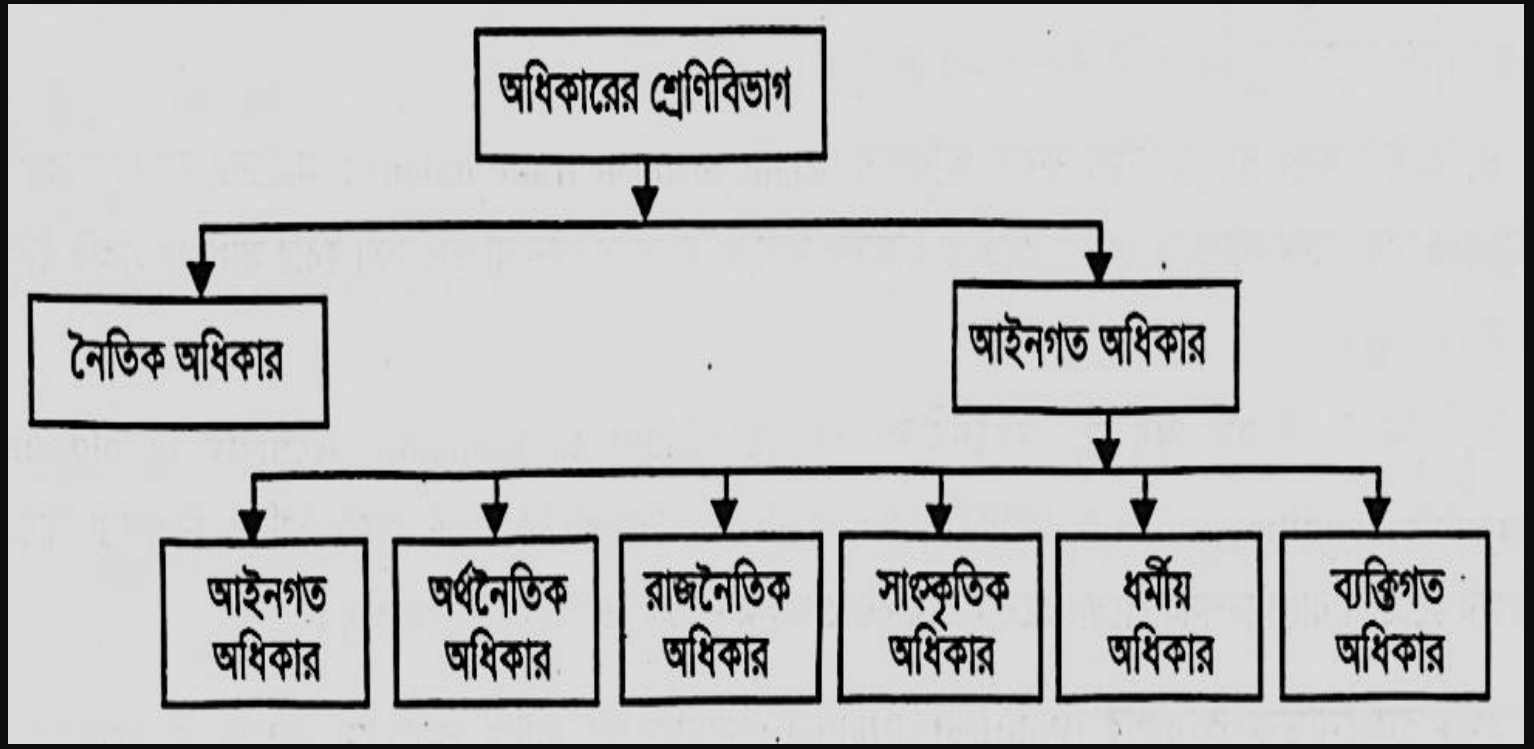

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ০৪ অধিকারের রক্ষাকবচ

টপিক ০৪: অধিকারের রক্ষাকবচ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অধিকারের রক্ষাকবচ

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং সুসভ্য সমাজ জীবনের জন্য অধিকার অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রই নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রবর্তন ও তা সংরক্ষণ করে থাকে। গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণের শর্তগুলোকে "অধিকারের রক্ষাকবচ" বলে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. আইন (Law): আইন হচ্ছে অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ। আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে অধিকার নিশ্চিত হয়। আইন হচ্ছে অধিকার ভোগের আবশ্যকীয় শর্ত বা রক্ষাকবচ।

২. গণতন্ত্র (Democracy): গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকগণ নিজেরাই তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়।

৩. সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ঘোষণা (Declaration of Fundamental Rights): নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো রাষ্ট্রের সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে তা সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে সরকার এ সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নাগরিকগণ তাদের অধিকার ভোগ করতে কোনো প্রকার সরকারি বাধার সম্মুখীন হয় না।

অধিকারের রক্ষাকবচ

৪. আইনের অনুশাসন (Rule of Law): আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের চোখে ধনী, দরিদ্র, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাই সমান। আইনের শাসন বলবৎ থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারমূলক গ্রেপ্তার বা আটক করতে পারে না। নাগরিক অধিকার নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে হলে যথার্থ আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of fudiciary): নাগরিক অধিকার রক্ষা করতে হলে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ। স্বাধীন বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

৬. জনগণের সজাগ দৃষ্টি (Eternal vigitance of the People): জনগণের সজাগ দৃষ্টি নাগরিক অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। প্রত্যেক নাগরিককে নিজের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হলে কোনো শক্তিই নাগরিকের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অধ্যাপক লাস্কির মতে, "জনগণের সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টিই স্বাধীনতা বা অধিকারের সতর্ক প্রহরী।"

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ০৫ বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

টপিক ০৫: বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য অধিকার আইন প্রবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সূচনাতেই বলা হয়েছে যে,

'যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল অধিকার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং যেহেতু সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এ তথ্য আইন করা হইল'।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য

তথ্য অধিকার আইনের তৃতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রচলিত অন্য কোনো আইনের-

(ক) তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলি দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে না; এবং (খ) তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক হলে, এ আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে।

৪র্থ ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য সংরক্ষণ

তথ্য অধিকার আইনের ৫ম ধারায় বলা হয়েছে যে,

১. এ আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

২. প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলে মনে করবে সে সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময় সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে গোটা দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এর সংযোগ স্থাপন করবে।

৩. তথ্য কমিশন তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। সকল কর্তৃপক্ষ এসব নির্দেশনা অনুসরণ করবে।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য প্রকাশ

তথ্য অধিকার আইনের ৬নং ধারায় বলা হয়েছে যে,

১. প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকদের নিকট সহজলভ্য করার জন্য সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

২. তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য গোপন করতে বা এর সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

৩. প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে, যার মধ্যে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা:

(ক) কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের দায়িত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিবরণ বা পদ্ধতি;

(খ) কর্তৃপক্ষের সকল নিয়ম-কানুন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা, ম্যানুয়াল ইত্যাদির তালিকাসহ রক্ষিত তথ্যসমূহের শ্রেণিবিন্যাস;

(গ) কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোনো ব্যক্তি যে সকল শর্তে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি, অনুমোদন বা অন্য কোনো প্রকার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন, এর বিবরণ এবং উক্তরূপ শর্তের কারণে তার সাথে কোনো প্রকার লেনদেন বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে সে সকল শর্তের বিবরণ।

(ঘ) নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা।

৪. কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ কোনো নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সে সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে এবং প্রয়োজনে সে সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনে যুক্তি ও কারণ ব্যাখ্যা করবে।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য সহজলভ্য করতে হবে এবং এর কপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখতে হবে।

৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা জনগণের নিকট উপযুক্ত মূল্যে সহজলভ্য করতে হবে।

৭. কর্তৃপক্ষ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে প্রচার বা প্রকাশ করবে।

৮. তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ তা অনুসরণ করবে।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য কমিশন

তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হবার অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে 'তথ্য কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠিত হবে। তথ্য কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হবে। তথ্য কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে এবং প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে এর শাখা স্থাপন করা যাবে।

প্রধান তথ্য কমিশনার এবং অন্য ২(দুই) জন তথ্য কমিশনার সমন্বয়ে এই কমিশন গঠিত হবে, যার মধ্যে অন্যূন ১ জন মহিলা হবেন।

কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা কিংবা তথ্যের জন্য অনুরোধপত্র গ্রহণ না করলে, কোনো তথ্য চেয়ে না পেলে, কোনো তথ্যের জন্য অযৌক্তিক অংকের মূল্য দাবি করলে, অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করলে, প্রদত্ত তথ্য প্রাপ্ত ও বিভ্রান্তির মনে হলে কোনো ব্যক্তি তথ্য কমিশনের নিকট অভিযোগপত্র দায়ের করতে পারবে। তবে তথ্য কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়েও এই আইনের অধীন কোনো বিষয় বা অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারবে। কোনো অভিযোগ অনুসন্ধানকালে তথ্য কমিশন কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট যে কোনো তথ্য সরেজমিনে তদন্ত করতে পারবেন।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

যেসব তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

তথ্য অধিকার আইনে বলা হয়েছে যে, নিম্নলিখিত বিষয়ে তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এ আইনের ৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এ আইনের অন্যান্য বিধানাবলিতে যা কিছুই থাক না কেন, কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে না; যথা:

(ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিষয় যার দ্বারা বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) কোনো বিদেশি সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

(ঙ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য,যথা:

(অ) আয়কর, শুল্ক ভ্যাট ও আবগারি আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;-

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

(চ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;

(ছ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কাজ ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;

(জ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঝ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

(জ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোনো তথ্য;
(ট) আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;
(ঠ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;
(ড) কোনো অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;
(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;
(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য প্রাপ্তির উপায়

তথ্য অধিকার আইনের ৮নং ধারায় কীভাবে তথ্য পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

১। কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন।

২। উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে, যথা:

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্সের নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি; এবং

(ঈ) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতি।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

৩। তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত ফরমেটে হতে হবে। তবে তা সহজলভ্য না হলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হলে, সাদা কাগজে বা, ক্ষেত্রমত, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাবে।

৪। তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৫। সরকার, তথ্য কমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং প্রয়োজনে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারবে এবং, ক্ষেত্রমত, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে কিংবা যে কোনো শ্রেণির তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

৬। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে, বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য প্রদান পদ্ধতি

তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করবেন।

২। অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

৩। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করে আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি তা অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

৪। অনুরোধকৃত তথ্য কোনো ব্যক্তির জীবন মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করবেন।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

৫। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৬। কোনো অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

৭। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন- তথ্যের মুদ্রিত মূল্য, ইলেক্ট্রনিক ফরমেট এর মূল্য কিংবা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউট সংক্রান্ত যে ব্যয় হবে তা হতে অধিক মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না।

৮। অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হলে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রয়েছে এবং তৃতীয় পক্ষ তা গোপনীয় তথ্য হিসাবে গণ্য করেছে সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে এর লিখিত বা মৌলিক মতামত চেয়ে নোটিশ প্রদান করবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোনো মতামত প্রদান করলে তা বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

নাগরিক জীবনে তথ্য অধিকার আইনের প্রভাব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। এটি নিঃসন্দেহে এদেশের জনগণের একটি বড় পাওয়া বা অর্জন। তথ্য অধিকার আইনটি প্রবর্তনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকার প্রারম্ভে যে বক্তব্যটি রেখেছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়েছে যে, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা খুবই প্রয়োজনীয়। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের নাগরিক জীবনে তথ্য আইন কীভাবে কতটুকু প্রভাব ফেলবে তা উপরে বর্ণিত বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনগণই এ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক, সকল অধিকারের উৎস। জনগণের ক্ষমতায়ন তখনই সার্থক হয়ে উঠবে যখন সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে জনগণ সহজেই তথ্য জানতে পারবে। অর্থাৎ তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি হলে জনগণের ক্ষমতায়নের পথটি সুপ্রশস্ত হবে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাসের ফলে বাংলাদেশের জনগণের সে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

নাগরিক জীবনে তথ্য অধিকার আইনের প্রভাব

তথ্য প্রবাহ আইন পাসের ফলে সরকারি-বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। কেননা জনগণ এসব প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পাবে। এর ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে, প্রতিষ্ঠানগুলো আরো গতিশীল হবে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই অবাধ তথ্য প্রবাহের অভাবই দুর্নীতি বিস্তারের বড় কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ০৬ বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা

টপিক ০৬: বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা

বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার যুগ, জয় জয়কারের যুগ। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার এই যুগে পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই নাগরিক অধিকার স্বীকৃত। যদিও সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ভোগের প্রকৃতি একই রূপ নয়। এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর নাগরিক অধিকার ভোগের প্রকৃতি ও ইউরোপ-আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর অধিকার ভোগের মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য বিদ্যমান।

পৃথিবীতে সব রাষ্ট্রের মানুষ একইভাবে বা একই পরিমাণ অধিকার ভোগ করে না। এর মূল কারণ হলো সমাজ, রাষ্ট্র এবং সরকার ব্যবস্থার প্রকৃতিগত ভিন্নতা। পৃথিবীতে যেসব রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেখানে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে নাগরিকগণ নিজেরাই তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে। এছাড়াও অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। এর ফলে তা সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে সরকার এ সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নাগরিকরা তাদের অধিকার ভোগ করতে কোনো প্রকার সরকারি বাধার সম্মুখীন হয় না।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চোখে ধনী, দরিদ্র, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র সবাই সমান। এছাড়াও আইনের শাসন বলবৎ থাকায় সরকার স্বেচ্ছাচারমূলক গ্রেপ্তার বা আটক করতে পারে না। এছাড়াও অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা নাগরিক অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। স্বাধীন বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করছে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করছে। এছাড়াও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের সজাগ দৃষ্টিও নাগরিক অধিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে থাকে। ইউরোপ, আমেরিকার উন্নত রাষ্ট্রগুলোর জনগণ শিক্ষিত ও সচেতন। এজন্যই তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ অপেক্ষা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা

পৃথিবীতে আজও যেসব রাষ্ট্রে একনায়কতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত রয়েছে সেখানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা হয়। একনায়ক জনগণের সম্মতির, জনগণের অধিকারের তোয়াক্কাই করে না। এখানে সহনশীলতার কোনো স্থান নেই। জনগণ সুনাগরিকের গুণাবলির চর্চা ও অর্জনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিরোধী। ব্যক্তিকে, ব্যক্তির অধিকারকে এখানে রাষ্ট্রের বেদীমূলে বিসর্জন দেয়া হয়। এর ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। কোনো একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই অধিকারের বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ থাকে না। উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী রাষ্ট্রগুলোতেও গণতন্ত্র চর্চা এবং অধিকার ভোগের সুযোগ দেয়া হয় না।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা

নাগরিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের (Globalization) প্রভাব রয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে পুঁজি, অর্থ, সম্পদ ও প্রযুক্তি আজ আর বিশেষ একটি দেশের কুক্ষিগত হয়ে থাকছে না। এগুলোর চলাচল ঘটছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। বিশ্বের সকল দেশের জনগণ এগুলোর সুযোগ-সুবিধা উপভোগের সুযোগ পাচ্ছে বিশ্বায়নের কারণেই। বিশ্বায়নের ফলে সারা পৃথিবী পরিণত হয়েছে একটি 'গ্লোবাল ভিলেজে' (Global village)। সবার কাছে এখন সবকিছু উন্মুক্ত। সবাই সব কিছু জানতে পাচ্ছে। বিশেষ করে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' বিশ্বায়তনের ধারণাকে আরো কার্যকর করে তুলেছে। বিশ্বায়নের এই ধারণা সম্প্রসারিত হবার ফলে বিশ্বের কোন্ দেশে কী ধরনের শাসন চলছে, জনগণ কোন্ দেশে কতটুকু অধিকার ভোগ করছে, কোন্ দেশে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে ইত্যাদি বিষয় ঘরে বসেই জানতে পারছে। এর ফলে বিশ্বের সব প্রান্তের মানুষ বিভিন্ন দেশে অধিকার ভোগের তারতম্য বা তুলনা করতে পারছে, ভালো অধিকার নিজ দেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠছে।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা

বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষ আজ জানতে পারছে যে, গ্রেট ব্রিটেনের জনগণ যেভাবে, যতটুকু 'আইনের শাসন' (Rule of Law) ভোগ করে পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের ভাগ্যে তা জোটে না। হেবিয়াস কর্পাস (Habeus Corpus) আইন ব্রিটিশ জনগণের নাগরিক অধিকারকে যেভাবে সুরক্ষা প্রদান করেছে, তা অনেক দেশেই নেই। বিশ্বের অনেক দেশে মৃত্যুদণ্ড থাকলেও ব্রিটিশ জনগণকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ব্রিটিশ জনগণকে সাধারণত বিনা অপরাধে কারাগারে আটক রাখা হয় না, কিন্তু পৃথিবীতে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই এটি নেই। ব্রিটিশ জনগণসহ পশ্চিম ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রে স্বাস্থ্যকর খাদ্য এবং স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার রয়েছে। পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তা নেই। ব্রিটিশ জনগণ রাষ্ট্রীয় জীবনে 'জেন্ডার বৈষম্যের' শিকার হয় না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ প্রয়োজনবোধে নিজ সুরক্ষায় আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারে যা' অনেক দেশেই স্বীকৃত নয়। মার্কিনী জনগণের নিজ দেহ এবং নিজ দলিলপত্রাদি সুরক্ষার যে অধিকার ভোগ করে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই তা' দেখতে পাওয়া যায় না।

কানাডায় নারী ও পুরুষের সমতাকে যেভাবে আইন দ্বারা স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সকল প্রকার লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো হয়েছে, লিঙ্গভিত্তিক সন্ত্রাস ও জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়াকে রাষ্ট্রীয় আইনে অপরাধ হিসেবে দেখা হচ্ছে অনেক রাষ্ট্রেই তা কল্পনা করা যায় না।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা

বিশ্বায়নের ফলে অধিকারের প্রশ্নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পৃথিবীর সব দেশেই অধিকার-এর ধারণা বিশ্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। জাতীয় সরকারগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিংবা জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানে এবং আর্থিক সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণে উদ্যোগী হচ্ছে বা হতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রভৃতি সংস্থার কল্যাণে বিশ্ব রাজনীতির প্রকৃতিতে বিশেষ করে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে দেশে দেশে বিরাজমান তারতম্য হ্রাস পাচ্ছে।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাগরিক অধিকারের তুলনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ হতে ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত নাগরিকের বিভিন্ন প্রকার অধিকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সূত্রে নাগরিকগণ যেসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে সেগুলো হলো জীবনধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার, ধর্ম চর্চার অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, ভোটদানের অধিকার, নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, সভা সমিতি করার অধিকার, চাকরি লাভের অধিকার, কর্মের অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই এদেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্টের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ষড়যন্ত্র চলছে। এদেশে বেশ কয়েকবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। ফলে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি এসেছে। সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এদেশের জনগণ আন্দোলন-সংগ্রাম করে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারসমূহ মেনে চলার চেষ্টা করছে। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' প্রণয়ন করে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে এদেশের জনগণের একটি বড় পাওয়া বা অর্জন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ০৭ নাগরিকরে কর্তব্যঃ ধারণা ও গুরুত্ব

টপিক ০৭: নাগরিকের কর্তব্যঃ ধারণা ও গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

নাগরিকরে কর্তব্যঃ ধারণা ও গুরুত্ব

ধারণা: অধিকার ভোগের বিনিময়ে নাগরিককে বেশ কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব দায়িত্বকেই নাগরিকের 'কর্তব্য' বলা হয়। এজন্যই কর্তব্য বলতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কোনো কিছু করা বা না করার দায়িত্বকে বোঝায়, যেমন আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা, সন্তানকে শিক্ষাদান করা, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা, অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদান না করা ইত্যাদি। কর্তব্য হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গতিশীল, সচল, ন্যায়ানুগ ও প্রাণবন্ত করার জন্য নাগরিকের বিশেষ দায়িত্ব।

রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিককে কতগুলো দায়িত্ব এবং কর্তব্যও পালন করতে হয়। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। একজন নাগরিক যখনই কোনো অধিকার ভোগ করতে চায় তখনই এর সাথে কিছু কিছু কর্তব্য পালনের বিষয়ও চলে আসে। একজনের অধিকার বলতে অন্য জনের কর্তব্যকে বোঝায়। অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে এসেছে। ম্যাকেঞ্জী বলেছেন যে, "কর্তব্য হলো এমন এক ধরনের বিশেষ কাজ, যা আমাদেরকে পালন করা উচিত।" (Duty is one kind of special work which we should observe.)। অধ্যাপক আর. সি. আগরওয়াল (R. C. Aarwal)-এর মতে, "কর্তব্য হলো একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সদস্যদের প্রতি এক ধরনের বাধ্যবাধকতা" (A duty is an obligation to a member of a Society or State.) I

নাগরিকরে কর্তব্যঃ ধারণা ও গুরুত্ব

অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি (Prof. Harold J. Laski)-এর মতে “কর্তব্য বলতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য কোনো কিছু করা বা না করার অধিকারকে বোঝায়।” তিনি ব্যক্তির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপকে নিন্দা করে বলেছেন যে, "আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরের অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করার কর্তব্য নিহিত।” একইভাবে অধ্যাপক হবহাউস (Prof. Hobhouse) বলেছেন, “ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে তবে তোমার কর্তব্য হলো আমার প্রয়োজনমত জায়গা ছেড়ে দেয়া।” (If I have the right to walk also the street without being Pashed off the Pavement, your duty is to give me reasonable room.) ।

নাগরিকরে কর্তব্যঃ ধারণা ও গুরুত্ব

গুরুত্ব: নাগরিকের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। কর্তব্যবিমুখ জাতি জীবনে কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্র ও সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। কর্তব্য পালনের মাধ্যমে একজন নাগরিক তার রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে। একজন নাগরিকের দেশপ্রেম জাগ্রত হয় কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই। স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা কর্তব্য পালনের মধ্যেই নিহিত।

ভারত, গণচীন, রাশিয়াসহ অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকের কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ০৮ কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ

টপিক ০৮: কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ

কর্তব্যকে বেশ কয়েক শ্রেণিতে ভাগ করা যায়; যেমন- ১. সামাজিক, ২. রাজনৈতিক ও ৩. অর্থনৈতিক কর্তব্য। এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. সামাজিক কর্তব্য (Social Duties): মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ সমাজেই জন্মগ্রহণ করে, সমাজেই লালিত- পালিত হয় এবং সমাজেই মৃত্যুবরণ করে। এজন্যই এরিস্টটল বলেছেন যে, 'মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব এবং যে সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা।' সমাজ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য মানুষের তাই কর্তব্যও রয়েছে। সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন এবং পরিচালনা করা, সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং অংশগ্রহণ করা, সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি হলো একজন নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব।

কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ

২. রাজনৈতিক কর্তব্য (Political Duties): মানুষ শুধু সামাজিক জীবই নয়, সে রাজনৈতিক জীবও। রাজনৈতিক জীব হিসেবে মানুষের রয়েছে বেশ কিছু রাজনৈতিক কর্তব্য। এগুলো হলো-রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, রাষ্ট্রপ্রণীত আইন মেনে চলা, সততা ও সতর্কতার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসা প্রভৃতি।

৩. অর্থনৈতিক কর্তব্য (Economic Duties): নাগরিকের বেশকিছু অর্থনৈতিক দায়িত্বও রয়েছে। কর্মক্ষম সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা, নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান করা প্রভৃতি হলো একজন মানুষের অর্থনৈতিক কর্তব্য।

কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদ

অন্যান্য কর্তব্য : অন্যান্য কর্তব্য দু প্রকার: (ক) নৈতিক কর্তব্য ও (খ) আইনগত কর্তব্য।

ক. নৈতিক কর্তব্য (Moral Duty): ব্যক্তি ও সমাজের নীতিবোধ থেকে যে কর্তব্য জন্ম নেয় এবং যা নাগরিক স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে থাকে তাকে নৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন- বাবা-মা ও শিক্ষককে শ্রদ্ধা করা, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া, দরিদ্রকে সাহায্য করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা, দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান করা ইত্যাদি।

খ. আইনগত কর্তব্য (Legal Duty): যে কর্তব্য রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত এবং রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা কার্যকরী করা হয়. তাকে আইনগত কর্তব্য বলে। আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য এবং নাগরিকের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক। নিয়মিত কর দেওয়া, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, সততার সাথে ভোট প্রদান করা ইত্যাদি হলো আইনগত কর্তব্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ০৯ নাগরিকের কর্তব্যসমূহ

টপিক ০৯: নাগরিকের কর্তব্যসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নাগরিকের কর্তব্যসমূহ

প্রত্যেক নাগরিককে অধিকার ভোগের সাথে সাথে কতগুলো কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই নাগরিক জীবন সংহত ও উন্নত হয়। অধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের যেমন সচেতন থাকতে হবে তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। নিম্নে নাগরিকদের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য (Allegiance to the State): রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা সকল নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্রের আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ওপর নাগরিকের অধিকার নির্ভরশীল। এজন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে।

নাগরিকের কর্তব্যসমূহ

২. আইন মান্য করা (Obedience to Law): রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইন তৈরি হয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নততর সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার জন্য। আইন অমান্য করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। আইন শুধু নিজে মানলেই চলবে না অন্যেরাও যাতে আইন মেনে চলে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

তবে আইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক হলেও সমাজজীবনের পরিপন্থী কোনো আইনের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিবাদ করাও নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য।

৩. সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা (Right to Honest Franchise): ভোটাধিকার প্রয়োগ করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। জনপ্রতিনিধিগণ সরকার গঠন করে। সুতরাং নির্বাচনে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সততা ও বিজ্ঞতার সাথে ভোট প্রদান করা উচিত। ভোটাধিকার একটি পবিত্র আমানত। সুতরাং কোনো সচেতন নাগরিকেরই ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

নাগরিকের কর্তব্যসমূহ

৪. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন (Selection of honest and qualified leadership) : যোগ্য ও নির্বাচিত প্রার্থী নির্বাচিত হলে সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

৫. নিয়মিত কর প্রদান (Regular Payment of Taxes): রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর বিভিন্ন কর আরোপ করে এ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। কাজেই নিয়মিত কর প্রদান করা উচিত। নাগরিকগণ যদি স্বেচ্ছায় যথাসময়ে কর প্রদান না করে তাহলে রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা ব্যাহত হবে। নিয়মিত কর প্রদান না করলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রা থেমে যাবে।

৬. রাষ্ট্রের সেবা করা (Public Service): রাষ্ট্রের সেবা করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি কোনো নাগরিককে অবৈতনিক বিচারক বা জুরীর দায়িত্ব প্রদান করে কিংবা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সমন পাঠায় তখন তার উক্ত দায়িত্ব পালন করা উচিত। এছাড়া স্থানীয় সমস্যা সমাধান ও স্থানীয় উন্নতির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করাও একান্ত কর্তব্য।

৭. সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা (To Educate the Children): শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা নাগরিককে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সচেতন করে। উপযুক্ত শিক্ষা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। সুতরাং সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নাগরিকের কর্তব্যসমূহ

৮. অন্যান্য কর্তব্য (Other Duties): রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়াও নাগরিককে পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয় :

(ক) পরিবারের প্রতি দায়িত্ব (Duty towards Family): পরিবারের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। যেমন, সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিক্ষাদান করা পিতামাতার কর্তব্য। অপরপক্ষে পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রুষা করাও সন্তানের পবিত্র কর্তব্য।

(খ) সমাজের প্রতি কর্তব্য (Duty towards Society): সমাজ মানুষকে নিরাপদ ও সুসভ্য জীবন দান করে থাকে। সুতরাং সমাজকে সুন্দর ও উন্নত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব নাগরিকের। এজন্য নাগরিকের কর্তব্য হলো পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বজায় রাখা। সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করাও নাগরিকের কর্তব্য।

(গ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য (Duty towards International Affairs): আধুনিক বিশ্বে কোনো রাষ্ট্রই একা চলতে পারে না। প্রয়োজনের তাগিদেই এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে বিশ্বের মানুষ আজ পরস্পর বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সুতরাং বিশ্ব শান্তি ও প্রগতির জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিশ্ব সমাজের সকল নাগরিকের।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ১০ অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

টপিক ১০: অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের উৎসই সমাজ। উভয়ের রক্ষকও সমাজ। নাগরিকগণ নিজ নিজ অধিকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে থাকে। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার উপভোগ করা যায়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরকে অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করার কর্তব্য নিহিত রয়েছে।" অধিকার ও কর্তব্যের কয়েকটি দিক সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দুটি দিক: অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। অধিকার ভোগের জন্য যে সকল কাজ সম্পাদন করতে হয় তাই কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। যেমন, ভোটদানের অধিকার বলতে ভোটাধিকার প্রয়োগের দায়িত্বকে বোঝায়।

২. একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্যকে বোঝায়: আমার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তেমনি আমার কর্তব্য হলো অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা। অনুরূপভাবে অধিকার ভোগ করতে হলে আমার কিছু কর্তব্য পালন করতে হবে। যেমন, আমার সম্পত্তি ভোগের অধিকার আছে। সুতরাং অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ বা অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগের অধিকারে বাধা না দেওয়াও আমার কর্তব্য। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

৩. অধিকার ও কর্তব্য উভয়ই সমাজবোধ থেকে উদ্ভূত এবং উভয়েরই সংরক্ষক সমাজ: সমাজ থেকে আমরা অধিকার পাই। আবার সমাজের কল্যাণের জন্য আমরা কর্তব্য পালন করে থাকি। অধিকার ভোগের মাধ্যমে সমাজজীবন সজীব হয় ও সচেতনতা লাভ করে। অপরদিকে কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা সমাজজীবন সুসংহত ও উন্নত হয়। যেমন, সমাজ যদি কাউকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয় বিনিময়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা সে অন্যকে শিক্ষাদান এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কর্তব্য পালন করে থাকে। সুতরাং অধিকার ও কর্তব্যের উৎস সমাজ। সমাজ থেকে উভয়ের সৃষ্টি। উভয়ের সংরক্ষকও সমাজ।

৪. রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে। এজন্য নাগরিকগণও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে। নাগরিকের যা অধিকার, রাষ্ট্রের তা কর্তব্য। অপরদিকে রাষ্ট্রের যা অধিকার, নাগরিকের তা কর্তব্য। রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার উপভোগের নিশ্চয়তা দেয়। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নাগরিককে এগিয়ে আসতে হয়। সুতরাং দেখা যায়, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। এজন্যই বলা হয় যে, 'অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত (Rights imply duties) ।'

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ১১ মানবাধিকার

টপিক ১১: মানবাধিকার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মানবাধিকার

ধারণা : সব মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন। রুশো (Rousseau) বলেছেন যে, 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে' (Man is born free)। শুধু তাই নয় মানুষ জন্মগতভাবে সমঅধিকার ও সমমর্যাদাসম্পন্ন। ব্যক্তি সমাজ জীবনে যেসব সুযোগ-সুবিধার দাবিদার হয় এবং যা ছাড়া তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না, তাই 'মানবাধিকার'। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে এমন কতগুলো অধিকার মানুষের ভোগ করা উচিত যা তার নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। এসব অধিকারই মৌলিক মানবাধিকার।

মানবাধিকার

জাতিসংঘ (UNO)-এর মতে, "মানবজীবনের যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগের দাবিদার হয় এবং যা ছাড়া তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না, সেগুলোই হলো মানবাধিকার।" অধ্যাপক আপ্পাদোরাই (Prof. Appadoria)-এর মতে, "মানবাধিকার হলো প্রকৃতির শাশ্বত ও সর্বজনীন রূপ যা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন।" এস.পি. হান্টিংটন (S.P. Huntington) বলেন, "মানবাধিকার মানুষের সহজাত, সম-সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এর ফলে মানুষের মানবিকতা পূর্ণতা লাভ করে।" (The human - right are inherent, producing equal opportunity makes the humanity a perfect one that never feels dissatisfied at their achievement.) জাতিসংঘের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, মানবাধিকার ভোগের বেলায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব যে ধরনের নাগরিকই হোক না কেন, তার রাজনৈতিক মতামত ও পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, সে যে দেশেরই নাগরিক হোক না কেন, অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য বা পার্থক্য করা হবে না। জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয়। এদিন ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, "অধিকারের প্রশ্নে মানুষ স্বাধীন ও সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সবসময় সেভাবেই থাকতে চায়।" (Men are born and always continue free and equal in respect to their rights.)

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ১২ মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার এর সম্পর্ক

টপিক ১২: মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার এর সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার এর সম্পর্ক

মৌলিক অধিকার হলো নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য সে সমস্ত অপরিহার্য শর্তাবলি যা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধান হতে প্রাপ্ত এবং যা সরকারের নিকট অলঙ্ঘনীয়। একমাত্র রাষ্ট্র ঘোষিত জরুরি অবস্থার সময় ব্যতীত কোনো সরকারই মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারে না। মৌলিক অধিকার সংবিধানে গৃহীত হওয়ায় তা সাংবিধানিক মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে সরকার এসব অধিকার ভোগে বাধা দিতে পারে না।

অপরদিকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, এমনকি রাজনৈতিক মতামত ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত বা স্বীকৃত অধিকারগুলোই হচ্ছে মানবাধিকার। জাতিসংঘ সনদের ৩ নম্বর ধারা থেকে ৩০ নম্বর ধারা পর্যন্ত প্রায় ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার এর সম্পর্ক

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য খুবই কম। অনেক মৌলিক অধিকারই জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারে স্থান পেয়েছে। তবুও উভয়ের মধ্যে যেসব পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা হলো :

১. মৌলিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান। অপরদিকে, মানবাধিকারের উৎস হলো জাতিসংঘ।

২. মৌলিক অধিকারের রক্ষক হলো রাষ্ট্র এবং সংবিধান। অপরদিকে, মানবাধিকারের রক্ষক হলো জাতিসংঘ।

৩. মৌলিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মৌলিক অধিকারের পরিধি যেখানে নিজ রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে মানবাধিকারের পরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত।

৪. এক রাষ্ট্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ভিন্নতর হতে পারে। কিন্তু জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র একই ধরনের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং তা রক্ষা করতে বাধ্য।

৫. মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় অধিকার, কিন্তু মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার।

৬. মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে, কিন্তু মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে।

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার এর সম্পর্ক

৭. মৌলিক অধিকার অনেকটা সহজে কার্যকর করা যায়, কিন্তু মানবাধিকার কার্যকর করার ক্ষেত্রে তা' ততটা সহজ নয়।

৮. মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

৯. ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রে নিরাপত্তা বোধ না করলে মানবাধিকার বলে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে সে সুযোগ প্রদান করে না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ১৩ মানবাধিকারসমূহ

টপিক ১৩: মানবাধিকারসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মানবাধিকারসমূহ

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ গৃহীত ও ঘোষিত হয়। তারপর থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ প্রতি বছর এ দিনটিকে 'মানবাধিকার দিবস' হিসেবে উদ্যাপন করে থাকে। নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে মানবিক মৌলিক অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রসমূহের ইচ্ছা ও আদর্শের ওপর নির্ভর করে এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। রাষ্ট্রসমূহ যতদিন এ অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন না করে ততদিন এটা শুধু ঘোষণাই থেকে যাবে। সুতরাং জাতিসংঘের সকল রাষ্ট্রসমূহের একক অথবা সমবেত প্রচেষ্টায় এ মানবাধিকার বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া উচিত। নিম্নে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার প্রধান ধারাসমূহের বিবরণ দেয়া হলো:

মানবাধিকারসমূহ

১. সকল মানুষই সম-মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতএব সকলের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করতে হবে।(ধারা-১)

২. জাতি, গোত্র, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, জন্ম, নির্বিশেষে সকলেই জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকারের অংশীদার (ধারা-২)।

৩.প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার থাকবে (ধারা-৩)।

৪. কাউকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা চলবে না। সকল প্রকার দাস প্রথা ও দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ (ধারা-৪)।

৫. কোনো ব্যক্তির প্রতি অমানুষিক নির্যাতন, অত্যাচার, উৎপীড়ন, মর্যাদাহানিকর ব্যবহার ও কোনো প্রকার শাস্তি দান করা চলবে না (ধারা-৫)।

মানবাধিকারসমূহ

৬. সকলেই আইনের চোখে সমান মর্যাদা পাবে (ধারা-৬)।

৭.আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং সকলেই আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী (ধারা-৭)।

৮. কারো মৌলিক অধিকার ভঙ্গ বা খর্ব করা হলে উক্ত ব্যক্তি বিচারালয়ের মাধ্যমে যথার্থ বিচার পাওয়ার অধিকারী (ধারা-৮)।

৯.কাউকে বিনা কারণে গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন দেয়া যাবে না (ধারা-৯)।

১০. প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ সুবিচার পাওয়ার অধিকারী হবে (ধারা-১০)।

১১. যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হবে ততক্ষণ সে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করতে পারবে। কেউ দোষী প্রমাণিত না হলে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না (ধারা-১১)।

১২. গৃহের নিরাপত্তা ও যোগাযোগের গোপনীয়তার অধিকার সকলের থাকবে। কোনো গৃহে বেআইনিভাবে হামলা করা যাবে না এবং কারো গোপন যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করা যাবে না (ধারা-১২)।

মানবাধিকারসমূহ

১৩. প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ দেশের সব এলাকায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা ও বসবাস করতে পারবে এবং নিজ দেশ বা অন্য যে-কোনো দেশ ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন করার অধিকার থাকবে (ধারা-১৩)।

১৪. নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে কোনো ব্যক্তির নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণের অধিকার আছে (ধারা-১৪)।

১৫.প্রত্যেক ব্যক্তিরই জাতীয় অধিকার আছে। কাউকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না (ধারা-১৫)।'

১৬. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করতে পারবে। বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার থাকবে (ধারা-১৬)।

১৭. প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে সম্পত্তির মালিকানার অধিকার থাকবে। কাউকে জোরপূর্বক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না (ধারা-১৭)।

১৮. প্রত্যেকের মুক্ত চিন্তা, ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেকেই নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে। ধর্ম ও বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকার সকলে লাভ করবে (ধারা-১৮)।

মানবাধিকারসমূহ

১৯. প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন মতামত পোষণ ও প্রকাশ করতে পারবে (ধারা-১৯)।

২০. প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মিলিত হওয়ার এবং সংঘ গঠন করার অধিকার থাকবে। কোনো ব্যক্তিকে রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো পেশাভিত্তিক সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না (ধারা-২০)।

২১. আইন শাসনতন্ত্র থেকে প্রাপ্ত কারো মৌলিক অধিকার খর্ব করলে উক্ত ব্যক্তি বিচারালয়ের মাধ্যমে যথার্থ প্রতিকারের ব্যবস্থার অধিকার লাভ করবে (ধারা-২১)।

২২. সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেকের নিজ রাষ্ট্রের সরকার গঠনের অধিকার থাকবে। প্রত্যেকেই সরকারি চাকরি গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে (ধারা-২২)।

২৩. প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের সদস্য হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে (ধারা-২৩)।

মানবাধিকারসমূহ

২৪. প্রত্যেকের কর্মের অধিকার ও কর্মের উপযুক্ত শর্তাদি লাভের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনভাবে যে-কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করার অধিকার ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার থাকবে। বেকারত্ব থেকে অব্যাহতি লাভএবং শ্রমিক সংঘ গঠন করার অধিকার থাকবে (ধারা-২৪)।

২৫. প্রত্যেকেরই কর্মজীবনে বিশ্রাম ও অবকাশ এবং কার্য থেকে অবসর এবং বেতনসহ ছুটিভোগের অধিকার থাকবে (ধারা-২৫)।

২৬. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার উপযোগী খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা লাভের অধিকার থাকবে। এ ছাড়া বেকারত্ব, অসামর্থ্যতা, অসুস্থতা, বৈধব্য, বৃদ্ধ বয়সে কিংবা দৈব-দুর্বিপাকে পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তার
অধিকার লাভ করবে। মা ও শিশুর বিশেষ যত্ন লাভের অধিকার থাকবে (ধারা-২৬)।

২৭. প্রত্যেকের শিক্ষালাভের অধিকার থাকবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও কাজের যোগ্যতা অর্জনের জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের উচ্চ শিক্ষার অধিকার সকলেই সমভাবে ভোগ করবে (ধারা-২৭)।

২৮. প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রত্যেক ব্যক্তি শিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশে সুবিধা লাভের পূর্ণ অধিকার সমভাবে ভোগ করবে (ধারা-২৮)।

মানবাধিকারসমূহ

২৯. সন্ত্রাস, অশান্ত ও কলহপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ ঘোষিত মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ সব সময় উপভোগ করা সম্ভব নয় বলে সকলের জন্য সামাজিক ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার অধিকার থাকবে। (ধারা-২৯)

৩০. ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ লাভের জন্য প্রত্যেককে অধিকার ভোগের সাথে সাথে তার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে। কিন্তু জাতিসংঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোনো অধিকার ও স্বাধীনতা কেউ ভোগ করতে পারবে না (ধারা-৩০)।

৩১. জাতিসংঘের ঘোষিত অধিকার ও স্বাধীনতা ধ্বংসকারী কোনো রাষ্ট্র, দল বা ব্যক্তির প্রতি এ ঘোষণা আরোপ করা চলবে না (ধারা-৩১)।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ১৪ মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসন

টপিক ১৪: মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসন

সুদূর অতীত থেকেই মনে করা হতো যে, শাসকের লক্ষ্য হবে শাসিত জনগণের কল্যাণ সাধন। এরিস্টটল বলেছেন, রাষ্ট্রের প্রধানতম ও পরিত্রতম লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের জন্য উন্নততর ও কল্যাণকর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা, জ্ঞানের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা এবং নৈতিক উৎকর্ষতা সাধন করা। এরিস্টটল নিয়মতন্ত্রবাদ ও আইনের শাসনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। এজন্য তিনি সরকারের আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও বিচার সম্পর্কিত কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করারও পরামর্শ প্রদান করেছিলেন।

আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের অধিকার সুরক্ষা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতে থাকে। কেননা এগুলো গণতন্ত্রকে সার্থক ও অর্থবহ করে তোলে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আরো অর্থবহ করে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় অন্বেষণ করতে থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বর্তমানে নাগরিকের অধিকার ভোগের বিষয়টির প্রতিও-খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অনেক রাষ্ট্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসন

তবে মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার-এর নীতির প্রতি রাষ্ট্র বা সরকার কতটা আন্তরিক এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত করছে সে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার-এর নীতি কখনো বাস্তবায়িত হতে পারে না। আবার মানবাধিকার-এর নীতিসমূহ কোনো রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত বা প্রয়োগ করা না হলে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। কেননা সুশাসন ও মানবাধিকারের বিষয়টি একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ১৫ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

'অধিকার হচ্ছে সমাজজীবনের সে সকল শর্তাবলি যা ব্যতীত ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে না'-উক্তিটি কার?

ক. এরিস্টটল　　খ. অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি

গ. টি. এইচ. গ্রিন　　ঘ. হব হাউস

'অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়। অধিকার সমাজভিত্তিক'-উক্তিটি কে করেছেন?

ক. হবহাউস　　খ. অধ্যাপক হ্যারল্ড জে. লাস্কি

গ. টি. এইচ. গ্রিন　　ঘ. অধ্যাপক গার্নার

নিচের কোল্টিন্ট অধিকারের বৈশিষ্ট্য? [সি. বো. ২০১৭]

ক. অধিকার স্থিতিশীল　　খ. অধিকার সার্বজনীন　　গ. অধিকার অসীম　　ঘ. অধিকার নিরঙ্কুশ

'ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে তবে অপরের কর্তব্য হলো আমার পথ ছেড়ে দেওয়া'-কে বলেছেন?

ক. হ্যারল্ড জে. লাস্কি　　খ. উইলোবি　　গ. টি. এইচ. গ্রিন　　ঘ. অধ্যাপক হবহাউস

সাধারণভাবে অধিকারকে কয়টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়? অথবা, অধিকার প্রধানত কত প্রকার? অথবা, অধিকারের ধরন কয়টি?[চ. বো..২০১৫; ব. বো. ২০১৬; সি. বো. ২০১৯, ২০১৫]

ক. ২　　খ. ৩　　গ. ৪　　ঘ. ৫

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

অধিকার অবাধ হলে কী ঘটবে?[ব. বো. ২০১৫]

ক. ব্যক্তি ও সমাজ উন্নত হবে
খ. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে
গ. গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে
ঘ. স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত হবে

অধিকার কাদের কল্যাণের জন্য?[দি. বো. ২০১৫]

ক. ব্যক্তির খ. পরিবারের গ. সকলের ঘ. সাধারণের

অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ কোন্টি?[ব. বো. ২০১৫]

ক. গণতন্ত্র খ. আইন গ. প্রথা ঘ. সংবাদপত্র

বিদেশে নিরাপত্তা লাভ করা নাগরিকের কোন্ ধরনের অধিকার?[ঢা. বো. ২০১৭]

ক. সামাজিক খ. নৈতিক গ. অর্থনৈতিক ঘ. রাজনৈতিক

আইনগত অধিকার কত প্রকার?[রা. বো. ২০২২]

ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬

কারা শুধু সামাজিক অধিকার ভোগ করতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না?

ক. বিদেশি খ. দেশবাসী গ. প্রজা ঘ. উন্মাদ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

কোন্টি সামাজিক অধিকার?

ক. সম্পত্তি ভোগের অধিকার
খ. কর্মের অধিকার
গ. আবেদন করার অধিকার
ঘ. নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার

'খ্যাতি লাভের অধিকার' নাগরিকের কোন্ ধরনের অধিকার?

ক. সাংস্কৃতিক অধিকার
খ. সামাজিক অধিকার
গ. রাজনৈতিক অধিকার
ঘ. অর্থনৈতিক অধিকার

নাগরিকের সামাজিক অধিকার কোন্টি?

ক. পরিবার গঠনের অধিকার
খ. ন্যায্য মজুরি লাভের অধিকার
গ. আবেদন করার অধিকার
ঘ. ইচ্ছামত ধর্মমত গ্রহণের অধিকার

ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া কোন্ ধরনের কাজ? [সি. বো. ২০১৫

ক. ধর্মীয়
খ. অর্থনৈতিক
গ. রাজনৈতিক
ঘ. সামাজিক

কোন্টি সকল অধিকারের উৎস?

ক. রাষ্ট্র
খ. সরকার
গ. আইনসভা
ঘ. বিচার বিভাগ

চলাফেরার স্বাধীনতা কোন্ ধরনের অধিকার?[চ. বো. ২০১৫]

ক. সামাজিক
খ. অর্থনৈতিক
গ. রাজনৈতিক
ঘ. সাংস্কৃতিক

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং মানবাধিকার

টপিক – ১৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

জামিলা ও রতন একটি কারখানার পোশাক কর্মী। মালিক পক্ষ রতনের চেয়ে জামিলাকে কম মজুরি প্রদান করে। [ঢা. বো. ২০২২]

- প্রশ্ন:

ক. কর্তব্য কাকে বলে?

খ. আইনগত অধিকার বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় জামিলা কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ব্যাখ্যা করো।

ঘ. জামিলার প্রতি মালিক পক্ষের আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? যুক্তি দেখাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নামিরা একজন পোশাক কর্মী। দীর্ঘদিন যাবৎ তার সহকর্মীরা বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ মালিক পক্ষ তার প্রতিষ্ঠানে পুরুষ শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি করলেও নারী শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি করেনি।[কু. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. মৌলিক অধিকার কী?

খ. "অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত"-ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নারী শ্রমিক কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত?-ব্যাখ্যা করো।

ঘ. নামিরার প্রতি মালিক পক্ষের আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

একাদশ শ্রেণির শ্রেণিকক্ষে পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের স্যার একটি আইন সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সরকার জনগণের অধিকার ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গিয়ে ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাস করেন। উক্ত আইন ও তথ্য প্রযুক্তির বদৌলতে জনগণ সহজেই সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারছে। তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনটি একটি মাইলফলক।"[রা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন :

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ কত সালে গৃহীত হয়?

খ. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে তোমার পঠিত কোন আইনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU